R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে মাঘ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ভোটারদের মুখোমুখি লোকসভা নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুরের তিন প্রার্থী

(জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত শ্রেণীর ভোটারদের প্রশ্ন নিয়ে পত্রিকার পক্ষ থেকে কয়েকজন সাংবাদিক হাজির হয়েছিলেন সিপিএম প্রার্থী আবুল হাসনাৎ খান ও জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ; কংগ্রেস প্রার্থী আবু হাসেম খাঁন চৌধুরী ও এলাকার দুই বিধায়ক মহঃ সোহরাব এবং হবিবুর রহমান ; তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সেখ ফুরকান ও স্থানীয় বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জীর কাছে। সেইসব সাক্ষাতকারের প্রশ্নোত্তর নীচে দেওয়া হলো।)

'কেন্দ্রে স্থায়ী, মজবুত যুক্তফ্রন্ট সরকার চাই'—আবুল হাসনাৎ খান

☐ প্রঃ এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের মূল ইস্যু কি? উঃ আমরা কেন্দ্রে স্থায়ী এবং সৎ সরকার গঠনের কথা বলছি। সেই সঙ্গে বামপন্থীদের আসন বৃদ্ধির কথাও বলছি। ☐ প্রঃ স্থায়ী সরকার গঠনে আপনার দল কি ভূমিকা নেবে? আপনারা কি এবার সরকারে যোগ দেবেন? উঃ নির্বাচনের ফলের উপর আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে। সরকারে অংশ নিতেও পারি। ☐ প্রঃ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে জনগণ আপনাদের ভোট দেবে কেন? উঃ এই কারণেই বেশী করে ভোট দেবে যে আমরাই পারি কেন্দ্রে দুর্নীতিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সরকার গঠন করতে। ☐ প্রঃ এবার কি জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা আছে? এ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কি? উঃ জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হবেন কি না তা নির্ভর করছে দলের সিদ্ধান্তের উপর। জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হলে খুশী হবো। আপনারাও নিশ্চয়ই খুশী হবেন? ☐ প্রঃ যুক্তফ্রণ্টের প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল জলন্ধরে বিজেপি ও অকালি দলের সমর্থনে প্রার্থী হয়েছেন। আবার তিনিই আপনাদের ব্রিগেডের জনসভায় উপস্থিত। তবে কি বিজেপি আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়? এর পরেও ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্ট কি করে গড়বেন? এটা কি 'There is nothing unfair in love and politics'-এর দৃষ্টান্ত? উঃ গুজরাল জনতা দলের প্রার্থী। আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে এ কাজের নিন্দাও করেছি। তবে উনি ব্যক্তিগতভাবে এবং ওঁর দল এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। ☐ প্রঃ বিগত ২১ মাসের যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে শরিকের মধ্যে মতান্তর, মনান্তর হয়েছে। আপনারাও সরকারের আর্থিক নীতির বিরোধী ছিলেন। তৎসত্ত্বেও সেই যুক্তফ্রন্টের সরকার চাইছেন কেন? উঃ প্রথমতঃ গতবারের যুক্তফ্রন্ট তৈরী হয় নির্বাচনের পরে। এদের কোনো ইস্তাহার ছিলো না। এবার কিন্তু ১৩টা দলের পক্ষে সাধারণ ইস্তাহার প্রকাশ হয়েছে। তাতে সরকারের আর্থিক নীতি নিয়ে বামপন্থীদের মতকে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ গতবার সরকার ছিলো কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল। সরকারের অনেক নেতিবাচক কাজের পিছনে কংগ্রেস-এর সমর্থনের কথাটা মাথায় রাখতে হয়েছে। তৃতীয়তঃ বর্তমানে বিশ্বের ৮৬টি দেশে জোট সরকার কাজ করছে। ☐ প্রঃ যুক্তফ্রন্ট আমলে এই লোকসভা কেন্দ্রের লাভ কি? উঃ এবারেই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গার ভাঙ্গন রোধকে জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করে ২১ কোটি টাকা দিয়েছে। এছাড়াও, এলাকার ২৬টা ব্লকের প্রতিটির উন্নয়নে ১ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়েছি। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাস দুর্ঘটনায় নিহত দুই বাস পুড়ে ছাই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ ফেব্রুয়ারী সকালের দিকে ৩৪নং জাতীয় সড়কের তালায়ের মোড়ে একটি বাস দুর্ঘটনায় পড়লে উত্তেজিত জনতা বাসটিকে পুড়িয়ে দেয়। খবর ডবলু. বি, আর ১৮৭৮ নাম্বারের 'দাদা ভাই' বাসটি বহরমপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ আসছিল। তালাই মোড়ে পাস কাটাতে গিয়ে একটি রিক্সাভ্যানকে ধাক্কা মারে। ভ্যান থেকে যাত্রীরা পড়ে গেলে বাসটি দুটি শিশুকে চাপা দেয়। বাসকর্মীরা স্থানীয় মানুষের হাতে প্রহৃত হয়। স্থানীয় কিছু উত্তেজিত মানুষ বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ যেতে যেতে বাসটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। পুলিশ আগুন লাগানোর অভিযোগে (শেষ পৃষ্ঠায়)

এস,ইউ,সি,আই-এর বন্ধ শান্তিপূর্ণ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩ ফেব্রুয়ারী এস, ইউ, সি, আই-এর ডাকা বাংলা বন্ধ এখানে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে এবং আর পাঁচটা বন্ধের মতনই সফল। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সিপিআই (এম) পরিচালিত পৌরভবনটির গেটের তালাও খোলা হয়নি। পুরোপুরি ভবনটি বন্ধ ছিল। এ ব্যাপারে বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জীর বক্তব্য—অনৈতিক ও আদর্শহীন সমঝোতা ও গোপন প্রেম চলছে এস, ইউ, সির সঙ্গে সিপিএমের। নাহলে ৪/৫ জন মহিলা পুরসভায় পুরপতিকে ঢুকতে দিল না, পুরদপ্তর বন্ধ থেকে গেল, পুলিশও নীরব দর্শক হয়ে চলে এলো। তিনি আরও বলেন—গত কুড়ি বছরের মধ্যে সিপিএম কোন হরতালেই (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ৷৷
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি : ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে মাঘ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ ভোটপর্ব (১) ॥

দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের জন্য আসমুদ্রহিমাচল ভারতে জোর তৎপরতা শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখন প্রচারের আঙ্গিনায় অবতীর্ণ। এলাকায় এলাকায় জনসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। জনসাধারণকে নানা কথা শুনান হইতেছে। প্রত্যেক দলই জনমনে দলীয় যোগ্যতার ছাপ ফেলিয়া স্বানকূলে ভোট টানিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাই প্রতিশ্রুতির বন্যা বহিতেছে ইস্তাহারসমূহে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও আঁতাত গড়িয়া উঠিয়াছে।

সারা ভারতে এই নির্বাচনে একটি মাত্র লক্ষ্য। সে লক্ষ্য হইতেছে—বিজেপি দল যেন কোনও মতে সরকার গড়িবার সুযোগ না পায়। সেই উদ্দেশ্যে অহি-নকুলে মিতালি পাতাইতে কুণ্ঠিত নহে; বাঘ ও গরু এক ঘাটে জলপান করিতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবে না। তাই বিজেপি দল সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতি গ্রস্ত ইত্যাদি প্রচার চালান হইতেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এই দল যে অগ্রগতি দেখাইয়াছিল, তদপেক্ষা আরও ভাল ফল যদি আগামী নির্বাচনে করিতে পারে, তবে কিছু কিছু দলের চিন্তার কারণ থাকিবে বলিয়া হয়ত এইরূপ পদক্ষেপ লওয়া হইতেছে। যদিও যে সব রাজ্যে বিজেপি শাসনক্ষমতায় আছে, সেখানে সংখ্যালঘুদের বিপন্ন হইবার কোনও প্রমাণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই, তবু নিছক প্রচারের স্বার্থে নানা কথা বলা হইতেছে। রাজনৈতিক 'ষ্টান্ট' দিতে কেহই নিশ্চেষ্ট নহে।

এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি-র মধ্যে আসন সমঝোতা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে এত টালবাহানা চলে যে, জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল। উভয় দলের মধ্যে যদি আঁতাত বা আসন-সমঝোতা হইয়া থাকে, তবে এক দল অন্য দলের প্রার্থীর জন্য নীরব থাকিবেন, ইহা কাম্য নহে। কেন না এই রাজ্যে উভয় দলের মূল উদ্দেশ্য তাহাতে ব্যর্থ হইতে পারে। বিপক্ষ দলগুলি বিরুদ্ধ-প্রচারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে। তৃণমূল কংগ্রেস একটি সদ্যোজাত দল এবং বিজেপি-র এই রাজ্যে এ যাবৎ কোন শক্ত ভিত্তি গড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় উপযুক্ত জোটবদ্ধতা ছাড়া সিপিএম-এর মত সু সংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও রণনিপুণ দলের বিরুদ্ধে লড়াই করা আকাশকুসুম কল্পনামাত্র।

ভোটের ছড়া (৪)

দুর্মুখ

[দুর্মুখ ছদ্মনামে সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভোটের ছড়া'র শেষ দুই কিস্তি মৃত্যুর আগের দিন লিখে যান। সম্পাদক/জঙ্গিপুর সংবাদ]

নির্বাচনী লড়াই,
সবাই করে বড়াই।
দেখ্ লেঙ্গা বলে সবাই
ক্যারদানি দেখায়॥

জনতার তো সবাই নেতা
তাদের ওই রাজার
সকলে চায় দলটাকে
রাখতে নিজের আয়ত্তে॥

মোলায়েম বলে মোলায়েম সুরে,
ফ্রন্টের আবার নেতা কে?
আমিই পারি রুখতে শুধু
বিজেপির সব ব্যাটাকে॥

গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে
লালু বলে বিহার এটা।
পাসোয়ান বা শারদ যাদব
দেখি কেমন বাপকা বেটা॥

বঙ্গরাজ জ্যোতি বোস,
বলেন করে আপসোস।
ঐতিহাসিক ভুল করেছি
সিংহাসনটা পায়ে ঠেলে।
ও ভুল আর করবো নাকো
লাফিয়ে যাবো ডাক পেলে॥

আর এসপিও দেখে শুনে,
বলে উঠে আপন মনে,
সুযোগ পেলে আমরাও ভাই
যোগ দেবো যে মন্ত্রী সভায়।
ছোট বলে যোগ্যতা ভাই
আমাদের কি নাই॥

কালনেমির লঙ্কা ভাগ
কথা পড়লো মনে।
প্রাণ তার বধে ছিল
পবননন্দনে॥

পবননন্দন পার্টি
দাঁতখিচিয়ে হাসে।
কুদন দেখে যে তার
মরে সবে ত্রাসে॥

কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মশতবার্ষিকী

মৃতপ্রায় জঙ্গীপুর সম্মিলনীর পুনরুজ্জীবনের অঙ্গীকার, কবি বিষ্ণু সরস্বতীর সমস্ত লেখার সংকলন প্রকাশের ঘোষণা এবং আন্তরিক স্মৃতিচারণা এবং মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সুরু হলো। গত ১ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মশত-বার্ষিকী উদযাপন কমিটি জঙ্গিপুরের প্রাক্তন মহকুমা শাসক এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অমলকৃষ্ণ গুপ্তের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি তাঁর ভাষণে কবির চারিত্রিক দৃঢ়তার উল্লেখ করে তাঁকে শক্তি এবং ভক্তির মিলন ক্ষেত্ররূপে উপস্থাপিত করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে ভারত সরকারের খনি দপ্তরের প্রাক্তন মহানির্দেশক সুশীল চৌধুরী কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। কবির রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে আলোকপাত করেন কবি পুত্র বরুণ রায়। কবির স্মৃতিচারণ করেন তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে কলিকাতার যোগেশচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ সৌমেন চৌধুরী, তার ভ্রাতা রবি চৌধুরী, মিলনকুসুম ভট্টাচার্য্য, কবির প্রপৌত্রী অনন্যা বন্দ্যো-পাধ্যায়, কবিপুত্র বিনায়ক রায় প্রমুখ। কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বিশিষ্ট চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডাঃ অমিয়কুমার হাটি—শতবার্ষিকী উদযাপনের তাৎপর্য ও কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তিনি বিষ্ণু সরস্বতীর কাব্য সমগ্র প্রকাশ এবং জঙ্গীপুর হাই স্কুল তাঁর নামে বৃত্তি এবং পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ্য সরকারের ইলেকট্রনিক টেষ্ট এণ্ড ডেভলপমেণ্ট সেণ্টারের অধিকর্তা সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়। জঙ্গীপুর মহকুমার অন্যান্য কৃতী সন্তানদের উপস্থিতিতে জঙ্গীপুর সম্মিলনীকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়।

অপরদিকে গত ৩ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগারে (৩য় পৃষ্ঠায়)

জনসভায় লক্ষাধিক ব্যক্তিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা এবং প্রকৃত লড়াই চালাইবার কৌশল ও দক্ষতা পৃথক জিনিস।

দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আর একটি চমকপ্রদ দিক হইল, সোনিয়া গান্ধীর রাজনীতিতে প্রবেশ। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ সাত বৎসর তিনি নীরব ছিলেন। এখন পুত্রকন্যাসহ কংগ্রেসের হইয়া প্রচারাভিযানে তিনি নামিয়াছেন। মুমূর্ষু কংগ্রেসদল ইহাতে নাকি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সোনিয়ার সভাতেও ভাল জনসমাবেশ হইতেছে। সোনিয়া গান্ধী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—উভয়েই 'ক্রাউড পুলার'; তবে ভোটে কে কতটা সফল হইবেন, তাহা এখনই বলা যাইবে না।

প্রতিদিনই রেডিও মারফত কোনও রকমে প্রভাবিত না হইয়া নির্ভয়ে নিজের বিবেকবুদ্ধিমত ভোট দিতে বলা হইতেছে। কিন্তু ভোটের জন্য ভীতি প্রদর্শন, বুথ দখল, ছাপ্পাভোটদান, প্রভাবশালী দলের ভোটকেন্দ্রে তাণ্ডব যদি বন্ধ হয়, তবে ভোটদানের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ ও পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব হয়।

জঙ্গিপুরের তিন প্রার্থী (১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে দিয়ে রাজ্যের ক্ষমতা বাড়ছে। ☐ প্রঃ এই লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়নে কোনো পরিকল্পনা আছে কি? উঃ সাগরদিঘীতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, উমরপুরে সার কারখানা, আজিমগঞ্জ কাটোয়ার মধ্যে বিদ্যুৎ রেল যোগাযোগ, ফারাক্কায় শিল্পনগরী গড়ে তোলা, ভাঙ্গন প্রতিরোধ ইত্যাদি। ☐ প্রঃ জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর সেতুর কি হলো? মমতা ব্যানার্জী তো শিলান্যাসকে শেওলান্যাস বলে গেলেন। উঃ কে কি বলেছে তা জানি না, তবে ব্রিজ তো হচ্ছেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে সেতুর শিলান্যাস করেছেন, তা নিয়ে তো ছেলেখেলা করা যায় না। ☐ প্রঃ ধুলিয়ানে বিড়ি শ্রমিকদের হাসপাতাল কতদূর? উঃ ৮০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে। চালু আগেই হয়ে যেতো। গণিখান চৌধুরী ১৯৮৫-তে হঠাৎ সাজুর মোড়ে হাসপাতালের শিলান্যাস করালেন। এই নিয়ে নানা ধরনের টালবাহানায় কাজ হতে দেরী হয়েছে। আশা করছি এ বছরের মধ্যেই হয়ে যাবে। ☐ প্রঃ এ প্রসঙ্গে বলি গণিখান চৌধুরীর ভাই এবার কংগ্রেস প্রার্থী। গণিখান চৌধুরী নিজে প্রচারে আসবেন। এর জন্য বাড়তি কোন চাপ বুঝছেন কি? উঃ উনি আসছেন, আসুন। আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি করি না। আমরা দল বুঝি। তবুও বলছি এই ব্যক্তি এনটিপিসিকে ডালখোলায় সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জনতা পার্টির সরকারের সিদ্ধান্ত ও ফিসিবলিটি রিপোর্ট ছিল ফারাক্কার পক্ষে। তাই পারলেন না। জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান, ফারাক্কা ষ্টেশনের উন্নতির টাকা নিয়ে মালদায় গ্রাম-গঞ্জের ষ্টেশনের উন্নতি করলেন। ফারাক্কায় কলেজ যাতে না হয় তার জন্য মালদায় গার্লস কলেজ তৈরী শুরু করলেন। গণিখানের নেতিবাচক কাজের কথা মুর্শিদাবাদের লোক জানে। ☐ প্রঃ এটা জনতার অভিজ্ঞতা—নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা স্বজনপোষণ করেন। আপনার এ বিষয়ে কি কোন বক্তব্য আছে? উঃ আমি দীর্ঘ দিন এম, এল, এ ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ ওঠেনি। আশা করি এবারও উঠবে না। ☐ প্রঃ গতবার এ কেন্দ্রে সিপিএমের হারের কারণ হিসাবে আপনারা শরিকী অন্তর্ঘাত, বিজেপির ভোট কংগ্রেসের পাওয়া এবং চাঁই ভোট বয়কটকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এবার সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন কি? উঃ এবারে শরিকী অন্তর্ঘাত নেই। সকলে এক সঙ্গে লড়ছে। বিজেপির ভোট প্রায় ৩৫ হাজার কংগ্রেস পেয়েছিল। আমরা সেই ভোট ব্যাঙ্ক নিজেদের দিকে অনেকটাই এনেছি। চাঁই ভোটের ৮০ শতাংশ আমাদেরই। ☐ প্রঃ ৩ ফেব্রুয়ারী এস, ইউ, সি'র ডাকা বন্ধ নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে কি? উঃ আংশিক বন্ধ হয়েছে। তবে এ নিয়ে রাজ্য সরকার শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করছে। ওদের গতবার সাড়ে ৮ হাজার ভোট ছিল, ওটা এবার আমরাই পাবো। ☐ প্রঃ তারজন্যই কি বন্ধ-এ প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করলেন না। উঃ না, না, কখনো নয়। ☐ প্রঃ আপনারা তো ধর্মনিরপেক্ষ দল, তা সত্ত্বেও এখানে আপনারা হিন্দু প্রার্থী দেন না কেন? মুসলিম ভোটার বেশী বলে কি? উঃ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা। এখানে সংখ্যালঘু জনবসতি বেশী। সে কারণেই এ কেন্দ্রে সংখ্যালঘু প্রার্থী দেওয়া হয়। ☐ প্রঃ এ পর্যন্ত নির্বাচনী ব্যয় কতো? উঃ খরচ এ মুহূর্তে বলতে পারবো না। তবে ১৫ লাখের অনেক কম হবে। ☐ প্রঃ এ পর্যন্ত যা প্রচার করলেন তাতে কি মনে হচ্ছে জিতবেন? উঃ আমরা এই কেন্দ্র ফের জিততে পারবো। নতুন ২৫ হাজার ভোটের ১৫ হাজার আমরাই পাবো। নবগ্রামে জোর দিয়ে বলতে পারি কংগ্রেস গতবারের মতো ভোট পাবে না।

'জিতলে আমার বন্ধু টাটা বিড়লাদের বলে এলাকায় কারখানা করবো'— হাসেম খান চৌধুরী

☐ প্রঃ বর্তমানে জঙ্গীপুর কেন্দ্র কংগ্রেসের দখলে। এবারও কি তা থাকবে? উঃ জনগণের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি। ☐ প্রঃ এ সময়ে লোকসভা নির্বাচনের জন্য অনেকেই আপনার দলকে দায়ী করছে। উঃ কখনই নয়, ভোটের জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়। কংগ্রেস যদি ভোটই চাইত তবে তা নির্বাচনের ১৩ দিনের মধ্যেই হতো। যুক্তফ্রন্টের জেদের জন্য নির্বাচন হচ্ছে। ☐ প্রঃ গত ৯৬-এর নির্বাচনে ৯১-এ বিজেপির ভোটের প্রায় ৩৫ হাজার ভোট কংগ্রেস প্রার্থী পান। এবার কি এই ভোট আপনারা পাবেন? উঃ বিজেপির ভোট আমরাই পাবো। বিজেপি'র ভোটাররা তৃণমূলকে ভোট দেবে না। ☐ প্রঃ আপনি মালদা জেলার লোক, কালিয়াচকের বিধায়ক। হঠাৎ করে এ কেন্দ্রে কেন প্রার্থী হলেন? লোকে তো আপনাকে যাযাবর প্রার্থী বলছে। উঃ এ সব সিপিএমের প্রচার। লোকসভা নির্বাচনে এরকম হয়। রাও, আদবানিরাও অনেক দূরে গিয়ে নির্বাচন লড়েছেন। আমি কালিয়াচকের বিধায়ক কিন্তু বাসিন্দা নই। তবু কালিয়াচকে মাসে ১০ দিন থাকি। ☐ প্রঃ নির্বাচনে জিতলে এখানকার লোক আপনাকে কোথায় পাবে? উঃ আগে জিততে হবে। তারপর বিধায়করা বলেছেন এলাকায় অফিস করতে হবে। ফোন, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার রাখতে হবে। ☐ প্রঃ এখানে নির্বাচনে জিতলে স্থানীয় উন্নয়নে কোন্ কোন্ কাজ করবেন বলে ভেবেছেন? উঃ গঙ্গা ভাঙ্গনটা প্রতিরোধ করতে হবে। আর টাটা বিড়লারা আমার বন্ধু। ওদেরকে দিয়ে এলাকায় কারখানা করাতে পারি। তবে একটা শর্ত আছে—লাল ঝাণ্ডা দেখানো যাবে না। ☐ প্রঃ জঙ্গীপুরে ভাগীরথী সেতু নিয়ে কিছু ভেবেছেন? উঃ হ্যাঁ ব্রিজটাও হবে। ☐ প্রঃ তৃণমূল প্রার্থী এখানে কিরকম প্রভাব ফেলবে? উঃ আমরা ওদেরকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। খুব বেশী হলে ৮ থেকে ১০ হাজার ভোট পেতে পারে। ☐ প্রঃ প্রচারে সব কংগ্রেসকর্মীকে কি পাশে পেয়েছেন? উঃ এখানে সবাই তো একসঙ্গে আছেন। ☐ প্রঃ প্রতিবার ভোটের পর আপনার দল কিছু কিছু স্থানে সিপিএমের বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগ তোলেন। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের কিছু জানিয়েছেন? উঃ আমি বিধায়কদের রিপোর্ট চেয়েছি। ওরা সব জানালে ঐ সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখতে প্রশাসনকে বলব। ☐ প্রঃ এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ কি করেছেন? উঃ প্রশাসন তো সবই জানে। ওরা যা ব্যবস্থা নেবার নেবে। ☐ প্রঃ সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করছেন। এতে আপনাদের কি লাভ হবে? সোনিয়া গান্ধী কি ভবিষ্যৎ-এ প্রধানমন্ত্রী হবেন? উঃ হতেই পারেন। উনি যোগ্য পরিবারের বউ। সামান্য গৃহবধূ নন। ☐ প্রঃ এখানে নির্বাচনী জনসভা করবেন কি? উঃ দাদা ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী এখানে থাকবেন, তখনই করবো। ☐ প্রঃ আপনার প্রচারে বার বার বরকত গণিখান চৌধুরীর নাম উঠছে। এদিকে অভিযোগ উনি পূর্বে জঙ্গিপুর অঞ্চলের নানা প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছেন। উঃ আমি ওনাকে যতটুকু (শেষ পৃষ্ঠায়)

জন্মশতবার্ষিকী (২য় পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গীপুর সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে স্মরণসভার আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানে কবি বিষ্ণু সরস্বতীর সাহিত্য এবং জীবনের নানা ঘটনার উপর আলোকপাত করেন শম্ভুনাথ রায়, অধ্যাপক আশিষ রায়, বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দগোপাল বিশ্বাস, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সভায় বক্তারা শিক্ষক বিষ্ণু সরস্বতীর শিক্ষকতা, তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চা, জীবন দর্শন এবং ব্যক্তিগত স্মৃতির উল্লেখের মধ্য দিয়ে কবির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা

ধুলিয়ান : গত ৩ ফেব্রুয়ারী হাজী হাসান আলী ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভায় প্রাক্তন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হাজী হাসান আলীর পুত্র তথা সামসেরগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মহঃ ইসমাইল সভাপতিত্ব করেন। প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তা তাঁদের ভাষণে সহযোগী বিজেপি-তৃণমূল প্রার্থী সেখ ফুরকানকে সমর্থনে সর্বতোভাবে সহযোগিতা এবং কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে ভোট যুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন বলে জানান।

কারখানা করবো'— হাসেম খান চৌধুরী (৩য় পৃষ্ঠার পর)

জেনেছি উনি সকলের ভালো চান। এক জায়গার প্রকল্প নিজের জায়গায় নিয়ে যাওয়া উনি একদম পছন্দ করেন না। এখানে উনি অনেক কাজ করেছেন। ☐ প্রঃ তবে কি আপনি দলের বিধায়ক আর দাদার ঘাড়ে চেপে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছেন? প্রচারকার্যে খরচ কত হবে? উঃ দাদার জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করতে সকলেই চাইবেন। এনটিপিসি তো ওনারই করা। আর লোকসভা নির্বাচনে বিধায়কদের উপর নির্ভরশীলতা তো নতুন নয়। খরচ এখনই বলতে পারছি না। তবে ১৫ লাখের মধ্যেই রাখতে হবে। ☐ প্রঃ গতবার সুতী, জঙ্গীপুর, সাগরদীঘিতে কংগ্রেস পিছিয়ে ছিল। এবারের অবস্থা কি? উঃ (হবিবুর রহমান ও মহঃ সোহরাব একত্রে) অবাধ নির্বাচন হলে এবার সব মেকআপ হয়ে যাবে। আমরা সব জায়গায় মার্জিন বাড়াবো। জয় সম্পর্কে আমরা একশো ভাগ নিশ্চিত।

(সাক্ষাৎকারের শেষাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

বাস পুড়ে ছাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়। হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পর দুটি বাচ্চা মেয়ে ববি খাতুন (৬) ও রেকসনা খাতুন (১০) কে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

বন্‌ধ শান্তিপূর্ণ (১ম পৃষ্ঠার পর)

এতটা নতি স্বীকার করেনি। এ ছাড়া পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, এল আই সি অফিস বন্ধ ছিল। রেজেষ্ট্রি অফিসেও কোন কাজ হয়নি। মহকুমা শাসকের অফিসে বেলা ১২টা পর্যন্ত মোট উপস্থিত কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৬ জন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই নির্বাচনকর্মী। এস ইউ সি আই কর্মীরা এস ডি এল আর ও কর্মীদের অফিসের ভিতর প্রবেশ করতে বাধা দিলে পুলিস দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দেয়। শহরের দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং বাস চলাচল করেনি। এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে অনুরাধা ব্যানার্জী বলেন, এই বন্‌ধ ৯৯ শতাংশ সফল। ফরাক্কা ও সমসেরগঞ্জ এলাকায় বন্‌ধ সর্বাত্মকভাবে সফল হয়। কোথাও বাস, ট্রাক, ঘোড়াগাড়ী চলেনি। রাজ্য সরকারের দু' একটি বাস মাঝে মধ্যে চোখে পড়লেও সেগুলি ছিল ফাঁকা। ধুলিয়ান পুরাতন ও নতুন ডাকবাংলো মোড় থেকে প্রায় ২৫ জন কর্মী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করে সমসেরগঞ্জ থানায় আটক রাখা হয়।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ ফোন : ৬৬২২৮

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জায়গাসহ বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকটে জনবহুল এলাকায় ব্যবসা ও বাসোপযোগী একতলা বাড়ীসহ জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের স্থান—অশোক দাস (ছায়াবাণী সিনেমা)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বি জ্ঞ প্তি

সর্বসাধারণ এবং সকল রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে সকল সরকারী দপ্তরে সমস্ত দেওয়াল সব রকমের রাজনৈতিক প্রচার থেকে ব্যাহত রাখতে হবে। যদি কোনও সরকারী দপ্তরের দেওয়ালে রাজনীতির কোন কথা লেখা থাকে তা অবিলম্বে মুছে দেওয়াল রঙ করে দিতে হবে। জনসাধারণের সম্মতি ভিন্ন তাদের বাড়ী বা অধিকৃত দেওয়ালে রাজনৈতিক স্লোগান না লিখবার সরকারী আদেশ বলবৎ থাকবে। সে ক্ষেত্রে জনসাধারণ যদি কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হন তবে তাঁরা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক অথবা প্রয়োজনীয় বোধে জেলা সমাহর্তা (ফোন নং—50002), অতিরিক্ত জেলা শাসক, সাধারণ (50693), ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নির্বাচন (50153) এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের (52184) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর,
মুর্শিদাবাদ

Memo No. 627(29)/Inf/Msd. Dated 22. 1. 98.

বি জ্ঞ প্তি

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার সকল ছাপাখানার মালিক, সমস্ত রাজনৈতিক দলনেতা এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সকল প্রার্থীকে জানানো হচ্ছে যে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যে সমস্ত প্রচারপত্র (লিপলেট, প্যাম্পপ্লেট, পোষ্টার, পুস্তিকা ইত্যাদি) জেলার যে কোন প্রান্তে ছাপানো হবে তা জেলা শাসক জ্ঞাতার্থে তার দপ্তরে অবশ্যই দুই কপি করে জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে এই জমা দেওয়ার কাজ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, করা যেতে পারে। সকল পত্রে অবশ্যই 'প্রিণ্টার্স লাইন' অর্থাৎ ছাপাখানা এবং প্রকাশকের সম্পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় প্রেস আইনের ১২৭এ ধারা অনুযায়ী শাস্তি হিসাবে দোষী ব্যক্তির ছয় মাস জেল অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং প্রয়োজনবোধে দুটি শাস্তিই একত্রে প্রয়োগ হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে ছাপাখানার মালিকরা সংগ্রহ করবেন।

মালবিকা গোস্বামী
জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক,
মুর্শিদাবাদ।

Memo No. 634(29)/Inf./Msd. Dated 27. 1. 98.